গ্রন্থকেন্দ্রিক আলোচনা

তপন বাগচী

উষালোকে ‖ মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ ‖ চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬ ‖ প্রচ্ছদ : আনওয়ার ফারুক ‖ ২১৬ পৃষ্ঠা ‖ ১০০ টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* নিয়ে *উষালোকের* বর্তমান সংখ্যাটি আমাদের মনোযোগ কেড়েছে। মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত এই ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকার নবপর্যায় চতুর্থ সংখ্যা এটি। এ সংখ্যায় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ-তরুণ অনেকেই লিখেছেন। আবুল আহসান চৌধুরীর 'রুক্ষ মৃত্তিকার হরিৎ বৃক্ষ' প্রবন্ধটি নির্দিষ্ট গ্রন্থকেন্দ্রিক আলোচনায় এক নির্দেশকপ্রচেষ্টা। বেগম আকতার কামালও কবিতার এলাকা ছেড়ে উপন্যাস বিচারের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্বজিৎ ঘোষ *হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়* লোকপুরাণ ও লোকসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আহমাদ মাযহার একসময়ে পরিচিত ছিলেন শিশুসাহিত্যিক হিসেবে। বর্তমান আলোচনায় তিনি কেবল নির্দিষ্ট উপন্যাস নয়, সাম্প্রতিক উপন্যাস-জিজ্ঞাসাও উপস্থাপন করেছেন। সরকার আবদুল মান্নান আলোচনা করেছেন কাহার সম্প্রদায়ের মনের রঙ অর্থাৎ প্রেম ও যৌনতা নিয়ে। মানুষের অন্ধকার দিকের উম্মোচন নিয়ে এর আগেও তিনি কাজ করেছেন। দীর্ঘ উদ্ধৃতি এড়াতে পারলে মনি হায়দারের রচনাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠতে পারত। একই বিষয় নিয়ে লিখেছেন তরুণ লেখক জুনান নাশিত। মাসুদুল হকের রচনায় এ উপন্যাসে বর্ণিত মিথ, ভাষা, মানুষ ও

বইপত্র

লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে। গিয়াস শামীমের 'কাহারকুলের পাঁচালী' নামে রচনাটিও সুখপাঠ্য। ভূগোল যে সাহিত্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, আর তা তারাশঙ্করের আলোচ্য উপন্যাসে কীভাবে প্রতিফলিত—এ নিয়ে আলোচনা করেছেন মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম। বুলবুল আহমেদ লিখেছেন হাঁসুলী বাঁকের লোকজীবন নিয়ে। সংকলন পর্বে আছে ভীষ্মদেব চৌধুরী, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণকুমার চক্রবর্তী, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ও সুমিতা চক্রবর্তীর রচনা। এ সংখ্যার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা চিত্রপরিচালক বাবলু ভট্টাচার্য-কৃত একটি চিত্রনাট্য। পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে তারাশঙ্করের জীবনপঞ্জি-গ্রন্থপঞ্জি এবং

সাহিত্য সাময়িকী

তারাশঙ্করবিষয়ক গ্রন্থাবলির তালিকা। এটি ভীষ্মদেব চৌধুরী সম্পাদিত স্মারকগ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত। গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ, প্রথম প্রকাশের আগে পত্রিকায় প্রকাশের তথ্য, উৎসর্গ, চলচ্চিত্রায়ণ প্রভৃতি তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে চলচ্চিত্রায়ণের তথ্য এখানে নেই বলে মনে হচ্ছে। যেমন *চাঁপাডাঙার বউ* বাংলাদেশে চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে, সে তথ্য নেই। তার অনেক উপন্যাসের নাট্যরূপের কথা বলা হলেও যাত্রামঞ্চে রূপায়ণের তথ্য নেই। তার কাহিনী নিয়ে ১৭টি যাত্রাপালা রচিত হয়েছে। আর তারাশঙ্করবিষয়ক গ্রন্থাবলিতে 'তারাশঙ্কর ও ভারতীয় কথাসাহিত্য' গ্রন্থের নামটি থাকতে পারত। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বিপ্লব চক্রবর্তীর গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৯৯৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ বছর এর দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ বেরিয়েছে।

সম্পাদক মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহকে আমরা শতমুখে ধন্যবাদ দিই *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* নিয়ে তার *উষালোকে* পত্রিকার গোটা একটি সংখ্যা নিবেদনের জন্য। বছর দশেক আগে এ উপন্যাস নিয়ে *প্রসঙ্গ : হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন রবিন পাল প্রমুখ। পূর্ববর্তী প্রয়াস হিসেবে এ গ্রন্থের স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল।

উষালোকের বর্তমান সংখ্যায় গত তিনটি সংখ্যার সূচিপত্র দেওয়া হয়েছে। প্রচ্ছদ এঁকেছেন আনওয়ার ফারুক, তারাশঙ্করের স্কেচ এঁকেছেন কাজী মোজাম্মেল হোসেন।

এরকম পত্রিকার প্রকাশনা যে কতটা শ্রমের, অর্থের ও ঝুঁকির তা লিখে বোঝানোর উপায় নেই! এধরনের কাজে পাঠকঃ কৃপাহি কেবলম। দাম বেশি নয়। পাওয়া যায় শাহবাগের বইপত্রে।